"মহান আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু"

যেসব কথা বলতে মানা

আব্দুল্লাহ মাহমূদ

আযান প্রকাশনী
/azanprokashoni

সূচিপত্র

১.	লেখকের জবানবন্দি	৯
২.	প্রকাশকের কথা	১১
৩.	আভাষ	১৪
৪.	আমি তো খারাপ উদ্দেশ্যে বলিনি	২১
৫.	নিষিদ্ধ কথা বলে ফেললে করণীয়	২৬
৬.	অকাল মৃত্যু	৩০
৭.	অবৈধ সন্তান	৩২
৮.	অন্ধকার ও সংকীর্ণ কবর	৩৩
৯.	অমুক কাজ করলে আমি কাফির	৩৪
১০.	অমুক শহীদ	৩৫
১১.	আল্লাহ আমার সন্তান ছাড়া আর কাউকে দেখল না	৪২
১২.	আল্লাহরও সহ্য হবে না	৪৪
১৩.	আম্বিয়া খাতুন	৪৫
১৪.	আল্লাহ চাইলে ভালো কাজ করতাম	৪৫
১৫.	আমরা ইবাদত করলে আল্লাহর কী লাভ?	৪৬
১৬.	আব্দুন নবী	৪৭
১৭.	আপনার জুতোয় আরশ ধন্য হয়েছে	৪৮
১৮.	আল্লাহর হুকুম ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না	৫০
১৯.	আল্লাহ আপনাকে চিরঞ্জীব করুন	৫১
২০.	আল্লাহর রাসূলের দোহাই	৫২
২১.	আশ্বিনের ভাত কার্তিকে খায়, যেই বর মাঙ্গে সেই বর পায়	৫৩

২২.	আল্লাহ তোমাকে নিজ হাতে বানিয়েছেন	৫৪
২৩.	আল্লাহও ওর বুদ্ধি খুঁজে পাবে না	৫৫
২৪.	আল্লাহ তোর ওপর রহম করবে না	৫৬
২৫.	আল্লাহ কী শুধু আমাকেই দেখে	৫৭
২৬.	আল্লাহ ও আপনি যা চান	৬০
২৭.	আল্লাহ মাফ করে দেবেন	৬১
২৮.	আজরাইল থেকেও খারাপ	৬২
২৯.	আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান	৬৩
৩০.	আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন	৬৬
৩১.	আল্লাহ ভুল করেছেন	৬৭
৩২.	আল্লাহও যেন তোর সাথে জুলুম করেন	৬৮
৩৩.	আল্লাহ তুমি চাইলে ক্ষমা করো	৬৯
৩৪.	আল্লাহ তুমি দিলা তো আবার নিলা ক্যান	৭০
৩৫.	আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না	৭১
৩৬.	আস-সাম আলাইকুম	৭২
৩৭.	আমাকে জাগিয়ে দিয়ো	৭৩
৩৮.	আমার সালাম পৌঁছে দিয়ো নবিজির রওজায়	৭৪
৩৯.	আশেকে রাসূল	৭৬
৪০.	আপনার কী আর ভুল হয়	৭৮
৪১.	আল্লাহ জান্নাত দিলেও জান্নাতে যাবো না	৭৯
৪২.	...ইন্নি কুনতু মিনায যলিমীন	৮০
৪৩.	ইসলামে কোনো রাজনীতি নেই, কোনো সংস্কৃতিও নেই	৮১
৪৪.	ইয়া আলী	৮২
৪৫.	ইবলিস কি 'মুআল্লিমুল মালাইকাহ' ছিল?	৮৩
৪৬.	ইয়া গাউসুল আজম	৮৪
৪৭.	ইন শা আল্লাহ ও আল-হামদুলিল্লাহ	৮৫

৪৮.	উপহারের জিনিস কাউকে দেওয়া যায় না; বিক্রি করা যায় না	৮৬
৪৯.	উম্মুল মুমিনীন ফাতিমাহ	৮৭
৫০.	উঁহু-উঁহু	৮৭
৫১.	একদিন তো জান্নাতে যাবোই	৮৮
৫২.	একদিন তো মরেই যাবো	৮৮
৫৩.	এক সাথে মরাও রহমত	৮৯
৫৪.	এটা আল্লাহর ও আপনার পক্ষ থেকে	৮৯
৫৫.	এটাই চূড়ান্ত	৮৯
৫৬.	এমনটা না হলে কুরআন মিথ্যা	৯০
৫৭.	এটাই আল্লাহর বিধান	৯১
৫৮.	এমন কী করেছি যে, তাওবা করবো!	৯২
৫৯.	ঐশী ধর্ম	৯৩
৬০.	ওপরে আল্লাহ আর নিচে আপনি	৯৪
৬১.	ওই মুনাফিক	৯৫
৬২.	ওই কাফির	৯৬
৬৩.	কাফির মারা গেলে 'ফী নারি জাহান্নামা' বলা	৯৭
৬৪.	কোনো মায়ের ব্যাটা নাই আমার কথার খণ্ডন করবে	৯৭
৬৫.	কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না	৯৮
৬৬.	কোনো কাফিরকে জনাব বা মিস্টার বা সাইয়েদ বলা	৯৯
৬৭.	কর্মই ধর্ম	১০০
৬৮.	কুরআন খোলা রাখলে শয়তান পড়ে	১০১
৬৯.	কার মুখ দেখে যে বের হয়েছিলাম	১০২
৭০.	খোদার পর মা-বাবা, তারপর নবী	১০৪
৭১.	খাও-দাও ফুর্তি করো, দুনিয়াটা মস্ত বড়	১০৫
৭২.	খেতে খেতে জান্নাত সাবাড়	১০৫
৭৩.	গুরু নামে আছে সুধা, যিনি গুরু তিনি খোদা	১০৬

৭৪.	চীন দেশে গিয়ে হলেও জ্ঞানার্জন করো	১০৬
৭৫.	জান্নাতী কিংবা জাহান্নামী	১০৭
৭৬.	জায়নামায বিছিয়ে রাখলে শয়তান তাতে নামায পড়ে	১০৮
৭৭.	জান্নাত আটটি আর জাহান্নাম সাতটি	১০৯
৭৮.	জীবন রক্ষাকারী ওষুধ	১১০
৭৯.	ঢিলা-কুলুখ ব্যবহারের আগে 'উসকুত আন যিকরিল্লাহ' বলা	১১২
৮০.	তাকওয়া এখানে	১১৪
৮১.	তুমি আমার লক্ষ্মী	১১৬
৮২.	তুমিই শেষ ভরসা	১১৭
৮৩.	তার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই	১১৮
৮৪.	দশ যেদিকে, খোদা সেদিকে	১১৯
৮৫.	দুর্যোগ মোকাবেলা	১২১
৮৬.	ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার	১২২
৮৭.	ধর্মের এতকিছু কী মানা যায়?	১২৩
৮৮.	ধর্ম যার যার, উৎসব সবার	১২৫
৮৯.	ধর্মে কোনো জোরজবরদস্তি নেই	১২৯
৯০.	নামায মুমিনের মেরাজ	১৩০
৯১.	নামায না পড়লে কী হয়েছে, ঈমান ঠিক আছে	১৩১
৯২.	নবী হলেও মানতাম না	১৩২
৯৩.	নবীউল্লাহ	১৩২
৯৪.	নাওয়াইতু আন...	১৩৩
৯৫.	পাক্কা মাঝি	১৩৭
৯৬.	প্রেম করেছেন ইউসুফ নবী	১৩৮
৯৭.	পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আদালত নিজের বিবেক	১৩৯
৯৮.	পবিত্র প্রেম	১৪১
৯৯.	প্রাকৃতিক দুর্যোগ	১৪২

১০০. পীর তার মুরিদের কলবের কথা জানে ১৪৩
১০১. পাপের শাস্তি ১৪৪
১০২. পাহাড় সরতে পারে, কিন্তু তার চরিত্র পরিবর্তন হতে পারে না ১৪৫
১০৩. ফেরেশতার ব্যাটা ফেরেশতা ১৪৬
১০৪. বিসমিল্লাহয় গলদ ১৪৬
১০৫. বয়স হোক ১৪৭
১০৬. ভুলে গেছি ১৪৮
১০৭. ভালো থাকো ১৪৯
১০৮. মুক্তচিন্তা ১৫০
১০৯. মন ভাঙা আর মসজিদ ভাঙা সমান ১৫১
১১০. মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন ১৫২
১১১. মুসলিমদের চেয়ে কাফিরেরাই ভালো ১৫৩
১১২. মাথা ছুঁয়ে কসম করছি ১৫৪
১১৩. মহাভারত কি অশুদ্ধ হয়ে যাবে? ১৫৫
১১৪. মাদরাসা রাসূলের ঘর ১৫৫
১১৫. মুমিনের অন্তর আল্লাহর আরশ ১৫৬
১১৬. মুরসালিন ১৫৭
১১৭. মানবধর্মই আসল ধর্ম ১৫৮
১১৮. মূসার জাদুর লাঠি ১৬০
১১৯. মানুষেরই তো ভুল হয়, শয়তানের তো আর ভুল হয় না ১৬০
১২০. যুগটাই খারাপ হয়ে গেছে ১৬১
১২১. যদি এটা করতাম ১৬২
১২২. যাদের ঘরে ভাত নেই তারাই রোযা রাখে ১৬৩
১২৩. যে খেয়ানত করবে আল্লাহও তার সাথে খেয়ানত করবেন ১৬৪
১২৪. যে নারীকে দিনে চল্লিশজন গাইর মাহরাম পুরুষ দেখবে, সে পুরুষের হুকুমে ১৬৫
১২৫. যার-যার কবরে, সে-সে যাবে ১৬৬

১২৬. য্যামনে নাচায়, ত্যামনে নাচি ১৬৮
১২৭. রূহের মাগফিরাত কামনা করছি ১৬৯
১২৮. রাষ্ট্রের ইচ্ছা, আল্লাহর ইচ্ছা ১৭১
১২৯. যে নিজেকে চিনেছে, সে আল্লাহকে চিনেছে ১৭২
১৩০. লা-ইলাহা ইল্লেল্লাহ ১৭২
১৩১. শুকরের নাম মুখে নিলে চল্লিশ দিন মুখ নাপাক থাকে ১৭৩
১৩২. শুভ সকাল ১৭৪
১৩৩. শুভ সন্ধ্যা কিংবা শুভ রাত্রি ১৭৪
১৩৪. শনির দশায় পেয়েছে ১৭৫
১৩৫. শুধু মৃত্যু সংবাদের সময় ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিঊন পড়া ১৭৬
১৩৬. ষাট-ষাট, বালাই ষাট ১৭৭
১৩৭. সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ ১৭৮
১৩৮. সেকেলের ধর্ম কী আধুনিক যুগে চলে? ১৮৫
১৩৯. সে হেদায়াত পাবে না ১৮৬
১৪০. সব জায়গায় ধর্ম টেনো না, ধর্মকে ধর্মের জায়গায় রাখো ১৮৭
১৪১. সারা বছর ভালো থাকুন ১৮৮
১৪২. স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেশত ১৮৮
১৪৩. সবাই আল্লাহকে পেতে চায় ১৯০
১৪৪. হে দয়ার নবী, রক্ষা করো মোরে ১৯১
১৪৫. হাঁচি এলে বলা, কেউ তাকে মনে করছে ১৯২
১৪৬. হাত চুলকালে টাকা আসে ১৯২
১৪৭. সব কথার শেষ কথা ১৯২

লেখকের জবানবন্দি

ইন্নাল হামদা লিল্লাহি ওয়াহদাহ ওয়াস সলাতু ওয়াস সালামু আলাম মাল্লা নাবিয়্যাহ বা'দাহ।

ঈমান একজন মুসলিমের সবচেয়ে বিরাট ও অমূল্যবান সম্পদ। এই সম্পদের কাছে তাবৎ পৃথিবী নস্যি। কিন্তু অত্যন্ত আফসোসের সাথে বলতে হয়, আমরা আমাদের কথা-বার্তায় একেবারেই অসেচতন। আমরা কখন কী বলি, তা জানি না ও ভাবি না। আমরা অজান্তেই ও বেখায়ালে এমন কথা বলি যার ফলে আমাদের অমূল্যবান সম্পদ ঈমানকে খুইয়ে ফেলি। এছাড়া আমাদের সমাজে এমন অনেক বাক্য ও কথা প্রচলিত আছে যেগুলো সরাসরি কুফর ও শিরক। অথচ সেসব বাক্য ও কথা নিয়ে আমরা একেবারেই অসেচতন ও বেখবর।

কোনো এক সন্ধ্যায় হঠাৎ মনে হল, আমাদের সমাজে শিরকী ও কুফরী বাক্যের ছড়াছড়ি। এ ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু সবচেয়ে সমস্যা হল, সেসব বাক্য ও কথাগুলো তো কোথাও সংকলিত নেই। আর তা সংকলন করাও যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তারপরও নিয়্যাত করলাম, আজ থেকে সংগ্রহ করেই দেখি-না, যতটুকু পারা যায়। মোবাইলে ড্রপবক্স অ্যাপে 'নিষিদ্ধ কথা' নামে একটি ফোলডার বানিয়ে নিলাম। তখন থেকে যখনই ইসলাম পরিপন্থি কোনো বাক্য ও কথা নজরে পড়ত বা শুনতে পেতাম বা মনে পড়ত তখনই চট করে সেই ফোলডারে সেটা লিখে ফেলতাম। এভাবে আস্তে-আস্তে অনেকগুলো বাক্য ও কথা জমা হয়ে যায়।

এ ছাড়া এ সংক্রান্ত আরবী কোনো বই পাওয়া যায় কি-না খুঁজতে থাকি। খোঁজার পর কিছু বই পেয়ে যাই। তবে দেখলাম যেসব শব্দ ও বাক্য বইগুলোতে স্থান পেয়েছে হাতেগোণা কয়েকটি ছাড়া কোনো শব্দ ও বাক্যই বাংলাদেশে বলা হয় না। বইয়ের পৃষ্ঠা বাড়ানোর নিষ্প্রয়োজন মনে করে সেসব বই থেকে তেমন কিছু গ্রহণ করা হয়নি।

অকাল মৃত্যু

কেউ নওজোয়ান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার ক্ষেত্রে বলা হয় 'লোকটির অকাল মৃত্যু' হল। অনেকে তো আবার ভালোবাসার আতিশয্যে আবেগতাড়িত হয়ে বলেই ফেলে 'তার এহেন অকাল মৃত্যু মেনে নিতে পারছি না'।

প্রথমত, 'অকাল মৃত্যু' শব্দটির ব্যবহারই ঠিক নয়। কারণ, অকাল বলতে বোঝায় অসময়কে। অর্থাৎ এ বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়, সে তার সময়ে মারা যায়নি। অথচ প্রত্যক বস্তু বা প্রাণী তার জন্য নির্ধারিত একটি সময়ে মৃত্যুবরণ করে। কেননা আল্লাহ তাআলা মায়ের গর্ভে থাকতেই প্রত্যেকের জীবনকাল নির্ধারণ করে দেন। সে কতদিন পৃথিবীতে বাঁচবে তা তখনই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। অতএব, কেউ যদি মায়ের গর্ভেই মারা যায় বা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পরই মারা যায়, তবে সেটুকুই তার নির্ধারিত জীবন ছিল। কেউ যদি কিশোর বয়সে মারা যায়, সে-কিশোর বয়স অব্দিই তার জীবনকাল ছিল। অনুরূপ কেউ যদি যৌবনকালে দুনিয়ার আলো-বাতাস ছেড়ে চলে যায়, ততটুকুই তার জীবনের সীমা ছিল; সে-সীমার সামান্য আগে বা পরেও সে চলে যাবে না। আর কেউ যদি একশ বছরের বেশি জীবন পায়, তার জীবন ততটুকুই নির্ধারিত। এমন নয় যে, তার জন্য নির্ধারিত সময় অতিক্রম করার পরও তার মৃত্যু হয়নি। কারো নির্ধারিত সময় চলে আসলে সামান্য এদিক-সেদিকও করা হয় না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (١٦)

আর যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের জুলুমের কারণে শাস্তি দিতেন তবে ভূপৃষ্ঠের কোনো প্রাণীকেই রেহাই দিতেন না; কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন তাদের নির্ধারিত সময় আসে তখন তারা মুহূর্তকাল বিলম্ব অথবা ত্বরান্বিত করতে পারে না।[৪২]

৪২. সূরা আন নাহল, আয়াত : ৬১

তিনি আরও বলেন,

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا

আল্লাহর হুকুম ব্যতীত কারো মৃত্যু হতে পারে না।
কেননা, তা সুনির্ধারিত।[৪৩]

তাই কমবয়সে কেউ মারা গেলে অকাল মৃত্যু শব্দটি প্রয়োগ করা খাঁটি গলদ। 'তার অকাল মৃত্যু মেনে নিতে পারছি না' আরও গুরুতর ভুল। কেননা, এ কথাটি তাকদীরের প্রতি বিশ্বাসের পরিপন্থি বিষয়। যাদের তাকদীরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস আছে তারা কখনোই এমন কথা বলতে পারে না।

তবে আমরা বলতে পারি, 'ছেলেটার জন্য ভীষণ মায়া লাগছে! কিন্তু সবই আল্লাহর ইচ্ছা। সে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা রেখে গেল।' সব আবেগ ত্যাগ করে আমরা তার পরিবারকে সমবেদনা জানাব; তার জন্য মাগফিরাতের দুআ করব।

৪৩. সূরা আল ইমরান, আয়াত : ১৪৫

অবৈধ সন্তান

কিছু অবিবেচক ও অশ্লীলভাষী লোক সামান্য রাগের বশে কী বলে আর কী করে সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপই থাকে না। মুখে যা আসে তাই বলে আর যা মন চায় তাই করে। প্রতিপক্ষকে 'অবৈধ সন্তান', 'হারামির বাচ্চা', 'জারজ সন্তান', 'যেনার সন্তান' এর মতো অতি জঘন্য সব শব্দে গালি দেয়।

একজন মুসলিম কখনো উল্লিখিত শব্দ তো দূরে থাক অন্য কোনো সাধারণ শব্দেও কাউকে গালি দিতে পারে না। তার মুখ দিয়ে কখনো অপ্রয়োজনীয় ও অনুপকারী কথা বের হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী, সে যেন হয় ভালো কথা বলে অন্যথায় চুপ থাকে।'[৪৪] তিনি আরও বলেন, 'কোনো মুমিন কখনো অপবাদদাতা হতে পারে না। লানতকারী হতে পারে না। অশ্লীলভাষী হতে পারে না। কটুভাষী হতে পারে না।'[৪৫]

উপর্যুক্ত শব্দাবলীর দ্বারা গালি দেওয়ার মাধ্যমে তার মার ওপর যিনার আর তাকে সেই যিনার সন্তান বলে অপবাদ আরোপ করা হয়। পরন্তু কোনো নির্দোষ নারীকে যিনার অপবাদের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٢)

যারা সতী মুমিন নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশাপ্তভ; তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।[৪৬]

৪৪. সহীহুল বুখারী, ৬০১৮; সহীহ মুসলিম, ৪৭
৪৫. জামি তিরমিযী, ১৯৭৭
৪৬. সূরা আন নূর, আয়াত : ২৩